গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৭জি-২২৮(ক-৩)/২০০৫(অংশ-১/১৫৪৩/৪ তারিখ: ১৭/০২/১৪২৯ বঙ্গাব্দ: ৩০/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: লালমনিরহাট জেলার বেগম কামরুন্নেছা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) মোসা: সোহানা শারমিনের এমপিও প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, লালমনিরহাট জেলার বেগম কামরুন্নেছা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) মোসা: সোহানা শারমিন এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৬৮৭৯/২০১৫ দায়ের করেন। বর্ণিত রিট পিটিশন শুনানিশেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ Rule Absolute করে রায় প্রদান করেন। রায়ে পিটিশনারকে যোগদানের তারিখ অর্থাৎ ০৭/০৩/২০০৫খ্রি. থেকে বকেয়াসহ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এমপিওভুক্ত করার জন্য বিবাদীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল (cmp/cp) দায়েরকরণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩৫১৯/২০১৭খ্রি. দায়ের হয়। উক্ত আপিল মামলায় বিগত ০৪/০১/২০২১খ্রি. তারিখে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ বাতিল করেন। কিন্তু আপিল বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিধিমোতাবেক পিটিশনারের এমপিওভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দেন। আইন শাখার মতামত: মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নির্দেশ অনুসারে অত্র অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পিটিশনারের এমপিওভুক্তির বিষয়টি জনবল কাঠামো অনুসারে বিবেচনা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। বর্ণিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্য চেয়ে প্রতিষ্ঠানে পত্র দেয়া হয়।

(১) জনাব মোসা: সোহানা শারমিন, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ০৭/০৩/২০০৫খ্রি. তারিখে কলেজে যোগদান করেছেন, এ যাবৎকালে এমপিও না হওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান।; (২) উক্ত শিক্ষকের নিয়োগকালীন কলেজের এমপিও কপি; (৩) জনাব মোসা: সোহানা শারমিন এর নিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য; যেমন- গভর্নিং বডির রেজুলেশনসমূহ, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি, ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়নের কপি, নিয়োগ পরীক্ষার মূল্যায়নপত্র, নিয়োগপত্র ও যোগদানপত্র ইত্যাদি প্রেরণ; (৪) কলেজের সকল শিক্ষকের স্বাক্ষরিত তালিকা; (৫) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের স্বীকৃতি/অধিভুক্তির কপি; (৬) মামলার সর্বশেষ information slip প্রেরণ।

অধ্যক্ষ পত্রের জবাব দাখিল করেন। অধ্যক্ষের জবাব: "১৬/০৮/২০০০ তারিখের এ্যাড হক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অত্র কলেজে ডিগ্রী (পাস) কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিগ্রী পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের নিমিত্ত ১৭/০৯/২০০৪ তারিখ জাতীয় দৈনিক দিনকাল ও ১৫/০৯/২০০৪ তারিখ স্থানীয় সাপ্তাহিক লালমনিরহাট বার্তা পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক মোছাঃ সোহানা শারমিন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রভাষক পদে আবেদন করেন। ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ দানের নিমিত্ত ১৮/১২/২০০৪ তারিখের গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগ বোর্ড গঠিত হয়। গঠিত নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ২০/০১/২০০৫ তারিখে বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দান করা হয়। উক্ত নিয়োগ অনুযায়ী মোছাঃ সোহানা শারমিন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ডিগ্রী পর্যায়ের প্রভাষক পদে ০৭/০৩/২০০৫ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং তিনি ০৯/০৩/২০০৫ তারিখে উক্ত পদে যোগদান করেন। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭-০৮ শিক্ষা বর্ষে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিসহ মোট ১০টি বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রী (পাস) কোর্সে অধিভূক্তি লাভ করে। কিন্তু অদ্যবধি প্রতিষ্ঠানটি ডিগ্রী পর্যায়ে এমপিওভূক্ত (স্তর পরিবর্তন) হয়নি। উল্লেখ্য যে,স্তর পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নির্ধারিত তারিখে (০৮/০৮/২০১৮) Online এ আবেদন করা হয় কিন্তু উক্ত আবেদন গৃহীত হয় নি এবং সর্বশেষ ৩০/১০/২০২১ তারিখ স্তর পরিবর্তনের জন্য পুনরায় Online এ আবেদন করা হয়। যাহা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে ১৫ মে এমপিও ভূক্ত হয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নিয়োগ প্রাপ্ত সকল শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়মিত বেতন ভাতা পাচ্ছেন। ডিগ্রী পর্যায়ে নিয়োগ প্রাপ্ত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রভাষক মোছাঃ সোহানা শারমিন অধ্যক্ষ ও গভর্ণিং বর্ডির অজান্তে মহামান্য হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার প্রেক্ষিতে মহামান্য আদালত তার পক্ষে রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে ৩১/০১/২০১৯ তারিখে তিনি মহাপরিচালক মাউশি অধিদপ্তরে তার এমপিও ভূক্তির জন্য আবেদন করেন। তার আবেদনের জবাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে আইন শাখার মতামত নিয়ে মাননীয় এ্যাটর্নি জেনারেল বরাবরে আপিল করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তার আগেই ১৩/০১/২০১৯ তারিখে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের APPELATE DIVISSION গভর্ণিং বডির আপিল খারিজ করে দেন। ফলে হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় বলবৎ আছে। এমতাবস্থায় মোছাঃ সোহানা শারমিন ০২/০২/২০১৯ তারিখ অধ্যক্ষ বরাবরে এমপিওভূক্তির জন্য আবেদন করেন। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রভাষক পদে যেহেতু একজন এমপিও ভূক্ত আছেন এবং ডিগ্রী পর্যায়ে কলেজটি যেহেতু এমপিওভূক্ত (স্তর পরিবর্তন) হয়নি। এমনকি মোছাঃ সোহানা শারমিন এর এমপিওভূক্তির বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তর হতে কোন নির্দেশনা নেই। হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে ২৪/১১/২০১৯ তারিখ মোছাঃ সোহানা শারমিন এর এমপিওভূক্তির বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে অধ্যক্ষ, সিনিয়র সচিব, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আবেদন করেন। বিধায়, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এর নির্দেশ অনুসারে মোছাঃ সোহানা শারমিন এর এমপিওভূক্তির নিমিত্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র আপনার সদয় অবগতিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত এতদসংগে দাখিল করা হলো। এ বিষয়ে পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের বিনীত অনুরোধ করছি।"

অধ্যক্ষের ব্যাখ্যা জানা যায় কলেজটি ডিগ্রি স্তর এমপিওভুক্ত নয়। ডিগ্রি স্তরের এমপিওভুক্তির জন্য জনাব সোহানা শারমিন এর বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের আইন শাখার মতামত এবং তার নিয়োগকালীন জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ১৯৯৫ (নিয়োগের তারিখ-০৯/০৩/১৯৯৫) অনুসারে এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

25.5.22

(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক (ক-৩)
ফোন নং-৯৫৫৬০৫৭

অধ্যক্ষ
বেগম কামরুননেছা ডিগ্রি কলেজ
লালমনিরহাট।

অনুলিপি:
১। সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ, বেগম কামরুন্নেছা ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট।
২। শিক্ষা অফিসার (আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। জনাব মোসা: সোহানা শারমিন, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), বেগম কামরুন্নেছা ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট।
৪। সংরক্ষণ নথি।